[২০২০] ১১ এস. সি. আর. ১১৭

পারভেজ নুর্ডিন লোখান্ডওয়ালা

বনাম

মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬৪৮)

১ লা অক্টোবর, ২০২০

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৩৭, ৪৩৯ – জামিন – আরোপিত শর্তের প্রকৃতি – বিদেশ ভ্রমণের অধিকার – জালিয়াতির অভিযোগে ২০১৪ সালে আপিলকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের – আপিলকারীকে অবশেষে ২০২০ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে – হাইকোর্ট আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য শর্তসাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে – তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য আরোপিত শর্ত শিথিল করতে অস্বীকৃতি জানান – স্থির করা হয়: জামিন মঞ্জুরের জন্য আদালত যে শর্ত আরোপ করে তা অবশ্যই ফৌজদারি বিচার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সাথে অভিযুক্তের অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে – আরোপিত শর্তগুলি এই ধরনের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক বহন করতে হবে – আপিলকারী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে – আপিলকারী এবং অভিযোগকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মামলা বিচারাধীন রয়েছে – আপিলকারী ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নিয়মিতভাবে ষোলবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন – হাইকোর্টের মতামত যে ভারতের সাথে তার কোনও যোগাযোগ নেই তা নথিতে থাকা উপাদানের বিপরীত – তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর নিজেই তাকে ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা উচিত নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে বসবাস করছেন, বিশেষ করে যখন ভ্রমণের অনুমতি না পেলে গ্রিন কার্ড বাতিলের ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটবে - নির্দেশিত অঙ্গীকারপত্র দাখিল করার সাপেক্ষে আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ - ধারা ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১ এবং ৪৭৪.

আপিল খারিজ করে, এই আদালত

আদেশঃ ১. ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭(৩) নং ধারার ভাষা, যা "ন্যায়বিচারের স্বার্থে অন্যথায় যেকোনো শর্ত..." এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও উপযুক্ত আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭(৩) এবং ৪৩৯(১)(ক) নং ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুরের জন্য "যেকোনো শর্ত" আরোপের জন্য তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে, তবুও আদালতের বিচক্ষণতা ন্যায়বিচার প্রশাসনকে সহজতর করার,

অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করার এবং তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার, সাক্ষীদের ভয় দেখানোর বা ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য অভিযুক্তের স্বাধীনতার অপব্যবহার না করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

১.২. বর্তমান মামলার সূত্রপাতকারী ব্যক্তিগত অভিযোগটি ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয়েছিল। অভিযোগের মূল কথা হলো, আপিলকারী তার ভাইয়ের ১৯শে ডিসেম্বর ২০১১ সালের মোক্তারনামা জাল করেছেন। সহ-অভিযুক্তকে ১৬ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থানের দায়রা বিচারক জামিন দেন। এই আদালতকে কেবল আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। এই বিষয়টি মূল্যায়ন করার সময়, আদালতকে অভিযোগের প্রকৃতি, আপিলকারীর আচরণ এবং সর্বোপরি, তিনি যাতে মামলা এড়াতে না পারেন তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। আপিলকারী ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে নিয়মিতভাবে ষোলবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। হাইকোর্টের এই মতামত যে ভারতের সাথে তার কোনও যোগাযোগ নেই তা নথিতে থাকা উপাদানের বিপরীত। জামিন মঞ্জুরের জন্য আদালত যে শর্ত আরোপ করে - এই ক্ষেত্রে অস্থায়ী জামিন - তা অবশ্যই অভিযুক্তের অধিকারের সাথে ফৌজদারি বিচার প্রয়োগে জনস্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অভিযুক্তের উপস্থিতি, তদন্তের সঠিক পথ এবং অবশেষে একটি সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন শর্ত আরোপের মাধ্যমে মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে না। আদালত কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি শর্ত আরোপের উদ্দেশ্যের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এই মামলায় চাওয়া অনুমতি প্রদানের ফলে যে ঝুঁকি তৈরি হয় তার প্রকৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে। জামিনদার সরবরাহের ক্ষেত্রে, নির্দেশাবলীতে বলা হয়েছে যে হাইকোর্টের নির্দেশাবলী মেনে চলা হয়েছে। আপিলকারীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে, আদালতকে অবহিত করা হয়েছে যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে লকডাউনের ফলে, বিচারিক দিক থেকে হাইকোর্ট ২৬শে মার্চ ২০২০, ১৫ই এপ্রিল ২০২০ এবং ১৫ই জুন ২০২০ তারিখে তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ধারাবাহিক আদেশ জারি করেছে। ইতিমধ্যে, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য, আপিলকারী বলেছেন যে তিনি ১৯শে মে ২০২০ তারিখে আরোপিত শর্তাবলী সংশোধনের জন্য একটি আইএ গঠন করার সময়, দ্রুত শুনানির জন্য পরপর হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন এবং অবশেষে, এই আদালতের নির্দেশে হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশটি জারি করেছিল।

১.৩. আট সপ্তাহের জন্য আমেরিকা ভ্রমণের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ বা যুক্তি নেই। আপিলকারী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে। যদিও এটা সত্য যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তবুও এটি তাকে আমেরিকা ভ্রমণে বাধা দেওয়া উচিত নয়, যেখানে তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে বসবাস করছেন, বিশেষ করে যখন হাইকোর্ট এবং এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে আপিলকারীকে ভ্রমণের অনুমতি না দেওয়া হলে গ্রিন কার্ড বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর পরিণতি ঘটবে। নথিটি ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীর পরিবার এবং অভিযোগকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বা সম্ভবত এই কারণে, অভিযোগ দায়ের এবং এফআইআর দায়েরের পরেও আপিলকারী প্রায়শই আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। সংশোধনের আবেদনটি হাইকোর্ট ভুলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য আমেরিকা ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। আপিলকারীকে তা করার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে ভ্রমণের তারিখের আগে তিনি এই আদালতে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দেবেন যে তিনি আট সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ভারতে ফিরে আসবেন এবং ফৌজদারি বিচার বিভাগের আদালতে শুনানির সমস্ত তারিখে তিনি উপস্থিত থাকবেন, যদি না ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে বিশেষভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আপিলকারী ভ্রমণের আগে এই অঙ্গীকারপত্রটি এই আদালতে দাখিল করতে হবে। আরও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

কুনাল কুমার তিওয়ারি বনাম বিহার রাজ্য (২০১৮) ১৬ এস. সি. সি ৭৪; দাতারাম সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৮) ৩ এস. সি. সি ২২: [২০১৮] ১ এস. সি. আর ৮৮২; সুমিত মেহতা বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) (২০১৩) ১৫ এস. সি. সি ৫৭০: [২০১৩] ১০ এস. সি. আর ১২৫; বরুণ চন্দ্র ঠাকুর বনাম রায়ান অগাস্টিন পিন্টো - তারিখ ২১.১০.২০১৯, ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৬১৮ -এর ২১.১০.২০১৯ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের রায়; গণপতি রামনাথ বনাম বিহার রাজ্য ২০০৪ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ১১৮৭-এ সুপ্রিম কোর্টের ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের সিদ্ধান্ত; কে. মোহাম্মদ বনাম কেরালা রাজ্য - ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৫৪৭-এ সুপ্রিম কোর্টের ০২.০৩.২০২০ তারিখের সিদ্ধান্ত; তারুণ ত্রিখা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য - ২০১৫ সালের বিশেষ অনুমতি আপিল

(ফৌজদারি) নং ৪৬৪৩ -এ সুপ্রিম কোর্টের ২৯.০৫.২০১৫ তারিখের সিদ্ধান্ত; পীতম প্রধান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য - ২০১৩ সালের বিশেষ অনুমতি আপিল (ফৌজদারি) নং ৯৬৬৪ -এ সুপ্রিম কোর্টের ২৬.০২.২০১৪ তারিখের সিদ্ধান্তের - উপর নির্ভর করেছিল।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৮) ১৬ এসসিসি ৭৪ উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১৫

[২০১৮] ১ এসসিআর ৮৮২ উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১৬

[২০১৩] ১০ এসসিআর ১২৫ উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১৭

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬৪৮।

এলডি/ভিসি/আইএ/২৫৮/২০২০ আইএন এলডি/ ভিসি/ বিএ/ ২৪/ ২০২০-তে বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৩.০৭.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সুভাষ ঝা, মনোজ কে. মিশ্র, শচীন পাটিল, রাহুল চিটনিস, জিও জোসেফ, আইনজীবীগণ, উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেছিলেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি।

১। অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২। এই আপিলটি ২৩শে জুলাই ২০২০ তারিখের বোম্বে হাইকোর্টের[১] বিচার বিভাগের একক বিচারকের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত। হাইকোর্ট, আপিলাধীন তার আদেশ অনুসারে, ১৯শে মে ২০২০ তারিখের তার পূর্ববর্তী আদেশটি সংশোধন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যাতে আপিলকারীকে ২৫শে জুলাই ২০২০ থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়। আপিলকারী হাইকোর্টের অনুমতি চেয়েছিলেন কারণ একজন গ্রিন কার্ডধারী হিসেবে, সেই দেশ থেকে প্রস্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে বাধ্যতামূলক ছিল, তা না হলে গ্রিন কার্ডের পুনঃবৈধকরণের শর্ত পূরণ হবে না। আপিলকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এই কারণে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুরের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি শিথিল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যদিও আপিলকারী বিদেশ ভ্রমণের সময়কাল শেষ হয়ে গেছে, মামলাটি টিকে আছে। আপিলটি জামিন মঞ্জুরের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য বিচারিক আদেশের অধীনে বিদেশ ভ্রমণের মৌলিক অধিকার এবং এর সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে আকর্ষণীয় বিষয় উত্থাপন করে।

১. "হাইকোর্ট"

৩। বর্তমান মামলার সূত্রপাত ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট কর্তৃক জেএমএফসি থানের আদালতে দায়ের করা একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ থেকে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে আপিলকারী তার ভাই শালিন লোখান্ডাওয়ালার স্বাক্ষর জাল করে ১৯শে ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের একটি মোক্তারনামা জাল করেছেন। ২০১৪ সালের ১০ই এপ্রিল, জেএমএফসি একটি আদেশ জারি করে, যার মাধ্যমে তিনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩[২] - এর ১৫৬(৩) নং ধারার অধীনে তদন্তের নির্দেশ দেন।

"১। কাপুরবাবদী থানাকে অপরাধটি নথিভুক্ত করার এবং বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হল।

২। আরও নির্দেশ দেওয়া হল যে, যদি কোনও হয়, তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪০ নং ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।"

৪। আপিলকারীর বিরুদ্ধে ২২শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখে একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল যেখানে আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০[৩] এর ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১ এবং ৪৭৪ নং ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যা ৩৪ নং ধারার বিধানের সাথে পঠিত।

৫। আপিলকারী এবং সহ-অভিযুক্ত, অরুণ ফতেপুরিয়া, থানের দায়রা আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন, যা ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে উভয় অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা প্রদান করে। ১৬ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে, থানের দায়রা আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ নিশ্চিত করে এবং সহ-অভিযুক্ত, অরুণ ফতেপুরিয়াকে আগাম জামিন মঞ্জুর করে, মূলত এই ভিত্তিতে যে অভিযোগের অভিযোগগুলি মূলত ডকুমেন্টারি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবে, আপিলকারীকে রক্ষা করার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিল করা হয়েছে কারণ আপিলকারীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী তার পক্ষে আবেদন প্রত্যাহার করে নেন।

৬। আপিলকারী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে। তার গ্রিন কার্ড রয়েছে, যার ফলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে পারেন। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তবে, ১০ই মার্চ ২০১৫ থেকে ১০ই জানুয়ারী ২০২০ এর মধ্যে, আপিলকারী ষোল বার ভারত ভ্রমণ করেছেন, যার বিবরণ ৭ই আগস্ট ২০২০ তারিখের একটি হলফনামায় দাখিল করা হয়েছে। একটি সারণীবদ্ধ চার্ট (হেদিফার সাথে সংযুক্তি পি-৩) তার ভ্রমণ ইতিহাসের বিবরণ রয়েছে এবং নীচে উদ্ধৃত করা হল:

২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩

৩। ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০

ক্রমিক. নং	আগমনের তারিখ	প্রস্থানের তারিখ	
১।	১০/৩/২০১৫	মুম্বাই	মুম্বাই
২।	-	১৯/০৩/২০১৫	মুম্বাই
৩।	২১/৪/২০১৫	-	মুম্বাই
৪।	-	২২/৪/২০১৫	মুম্বাই
৫।	৭/৫/২০১৫	-	মুম্বাই
৬।	-	১০/৫/২০১৫	নয়াদিল্লি
৭।	২১/৮/২০১৫	-	মুম্বাই
৮।	-	২৪/৮/২০১৫	মুম্বাই
৯।	৩/২/২০১৬	-	নয়াদিল্লি
১০।	-	১১/২/২০১৬	নয়াদিল্লি
১১।	১৪/২/২০১৬	-	নয়াদিল্লি
১২।	-	২৪/২/২০১৬	নয়াদিল্লি
১৩।	২৪/৬/২০১৬	-	মুম্বাই
১৪।	-	২৮/৭/২০১৬	মুম্বাই
১৫।	-	১০/২/২০১৭	নয়াদিল্লি
১৬।	৪/৫/২০১৭	-	মুম্বাই
১৭।	-	১০/৭/২০১৭	মুম্বাই
১৮।	১৫/৭/২০১৭	-	মুম্বাই
১৯।	-	২৪/৭/২০১৭	মুম্বাই
২০।	৯/৮/২০১৭	-	মুম্বাই
২১।	১৯/১০/২০১৭	-	মুম্বাই
২২।	৩/১১/২০১৭	-	মুম্বাই
২৩।	-	১১/১১/২০১৭	ভারত (শহর জানা যায়নি)
২৪।	-	২৬/২/২০১৮	মুম্বাই
২৫।	১/৬/২০১৮	-	মুম্বাই

২৬।	-	১০/৭/২০১৮	ভারত (শহর জানা যায়নি)
২৭।	২৬/৯/২০১৮	-	মুম্বাই
২৮।	-	২৬/১০/২০১৮	মুম্বাই
২৯।	২২/১১/২০১৮	-	মুম্বাই
৩০।	-	১৪/১২/২০১৮	মুম্বাই
৩১।	৪/৪/২০১৯	-	মুম্বাই
৩২।	-	২২/৫/২০১৯	মুম্বাই
৩৩।	১০/১/২০২০	-	মুম্বাই

৭। আপিলকারী ১০ই জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ভারতে আসেন। ২২শে এপ্রিল ২০১৪ তারিখের এফআইআরের ভিত্তিতে জারি করা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে মুম্বাইয়ের প্রস্থানস্থলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দায়রা আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু ৪ঠা মে ২০২০ তারিখে তা খারিজ করা হয়। ২৩শে এপ্রিল ২০২০ তারিখে, আপিলকারী বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগে জামিনের জন্য আবেদন করেন। হাইকোর্ট, ১৯শে মে ২০২০ তারিখের আদেশে, নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে আপিলকারীকে অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করেঃ

"ক) থানের কাপুরবাবাদী থানায় নিবন্ধিত ২০১৪ সালের সি.আর. নং. আই-১৫৬-এ আবেদনকারীকে আট সপ্তাহের জন্য অস্থায়ী জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে, যার জন্য তিনি ২৫,০০০ টাকার পি.আর. বন্ড জমা দেবেন এবং এক বা একাধিক জামিনদারের মাধ্যমে এই পরিমাণ অর্থ জমা দেবেন।

খ) জামিনদার জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, আবেদনকারীকে নগদ জামিন জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

গ) জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার আগে, আবেদনকারীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা তার পাসপোর্ট এবং/অথবা গ্রিন কার্ড তদন্তকারী সংস্থার কাছে জমা দিতে হবে, যদি না এটি আগে তদন্তকারী সংস্থা বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জব্দ করা হয়।

ঘ) জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, আবেদনকারীকে বিচার আদালতের পূর্বানুমতি ছাড়া থানে পুলিশ কমিশনারেটের এখতিয়ার ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

ঙ) আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর নিয়মিত আদালতে নিয়মিত জামিনের আবেদন পেশ করুন।

৮। ১০ই জুন ২০২০ তারিখে, আপিলকারী হাইকোর্টে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি চেয়ে একটি আইএ দাখিল করেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে লকডাউন চলাকালীন হাইকোর্ট শুধুমাত্র জরুরি আবেদনের শুনানি করছিল। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রি ১৫ জুন ২০২০ তারিখে তাকে জানায় যে জরুরি তালিকাভুক্তির জন্য প্রিসিপে কোনও জরুরি আবেদন পাওয়া যায়নি। আপিলকারী ১৭ই জুন ২০২০ এবং ১৯শে জুন ২০২০ তারিখে জরুরি তালিকাভুক্তির জন্য নতুন আবেদন দাখিল করেন। ২৬শে জুন ২০২০ তারিখে, একজন একক বিচারক (বিচারপতি এস. কে. শিন্ডে) ১৯শে মে ২০২০ তারিখের আদেশ বিচারপতি এ. এস. গড়করি কর্তৃক পাস হওয়ার পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুরির সাথে সংযুক্ত শর্ত শিথিল করার জন্য আইএ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, আপিলকারীর যুক্তি ছিল যে, ১৯৫২ সালের মার্কিন অভিবাসন ও জাতীয়তা আইন অনুসারে, গ্রিন কার্ড পুনঃবৈধকরণের জন্য তাকে স্বল্প সময়ের জন্য দেশে ফিরে আসতে হবে। এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হল:

"(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বৈধভাবে অনুমোদিত একজন বিদেশীকে অভিবাসন আইনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আবেদনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে না, যদি না বিদেশী-

(i) সেই মর্যাদা ত্যাগ করেছেন বা ত্যাগ করেছেন,

(ii) ১৮০ দিনের বেশি একটানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকলে,

(iii) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার পর অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হয়েছেন,

(iv) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশীকে অপসারণের জন্য আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছেন, যার মধ্যে এই অধ্যায়ের অধীনে অপসারণের প্রক্রিয়া এবং প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,

(v) এই অধিকারের ধারা ১১৮২(ক)(২) -এ চিহ্নিত অপরাধ করেছেন, যদি না এই অপরাধের পর থেকে বিদেশীকে এই অধিকারের ধারা ১১৮২(জ) বা ১১২৯খ(ক) -এর অধীনে অব্যাহতি দেওয়া হয়, অথবা অভিবাসন কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্ধারিত সময় বা স্থানে প্রবেশের চেষ্টা করা হয় অথবা অভিবাসন কর্মকর্তার দ্বারা পরিদর্শন এবং অনুমোদনের পরে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।"

৯। হাইকোর্ট, ২৬শে জুন ২০২০ তারিখের আদেশে, অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুরের সাথে সংযুক্ত শর্তাবলী শিথিল করার জন্য তার আবেদন বিবেচনা করার আবেদনটি খারিজ করে দেয়, যার পরে আপিলকারী এই আদালতে আবেদন করেন। ১৩ই জুলাই ২০২০ তারিখের একটি আদেশে, এই আদালত হাইকোর্টকে অনুরোধ করে যে আপিলকারীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি চেয়ে দায়ের করা আইএ দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হোক। এই আদালত, ১৩ই জুলাই ২০২০ তারিখের আদেশে, তার আদেশের অনুচ্ছেদ ২-এ আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল লক্ষ্য করে এবং নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী জারি করে।

২. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সুভাষ ঝা যুক্তি দেন যে, যদি আবেদনকারী ২৯শে জুলাই ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে না পারেন, তাহলে তিনি তার গ্রিন কার্ড ধরে রাখতে পারবেন না কারণ তাকে তার প্রস্থানের ১৮০ দিনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হবে এবং তখন তার মর্যাদা হবে একজন বিদেশীর মতো যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আবেদন করছেন।

৩. যেহেতু আবেদনকারীর দাখিল করা অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনটি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই আমরা হাইকোর্টকে অনুরোধ করছি যে উপরে লিপিবদ্ধ করা আবেদনপত্রে উল্লেখিত সময়সীমা বিবেচনা করে এটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক। আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনটি এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই আমরা বিষয়টির যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি। প্রিসিপে গ্রহণ না করার আদেশে থাকা পর্যবেক্ষণগুলি অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের নিষ্পত্তির পথে বাধা হবে না। বিশেষ ছুটির আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৪. বোম্বে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রি, প্রয়োজনে, অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক নির্দেশনা পেতে পারে।"

১০. এই আদালতের আদেশ অনুসরণ করে, হাইকোর্ট আইএ-এর কথা শুনেছে এবং ২৩শে জুলাই ২০২০ তারিখের আদেশ অনুসারে আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

১১. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সুভাষ ঝা দাখিল করেছেন যেঃ

(i) আপিলকারী ১৯৮৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা; ২০১০ সাল থেকে গ্রিন কার্ডধারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আইন লঙ্ঘন করেননি।

(ii) আপিলকারী এবং তার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলমান একটি মামলায় জড়িত, দেওয়ানী এবং ফৌজদারি উভয় ধরণের মামলা;

(iii) ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে অভিযোগকারীর দায়ের করা ব্যক্তিগত অভিযোগে, থানের দায়রা বিচারক সহ-অভিযুক্তকে আগাম জামিন মঞ্জুর করেন এই ভিত্তিতে যে অভিযোগটি মূলত নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি;

(iv) ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, আপিলকারী প্রায় ষোল বার ভারত সফর করেছেন;

আপিলকারীর পরিবার, যার মধ্যে তিনি, তার ভাই শালিন এবং দুই বোন রয়েছেন, যৌথভাবে থানে এবং পানভেলে ১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পত্তির মালিক এবং আপিলকারী পরিবারের একমাত্র সদস্য যিনি মামলাটি দেখাশোনা করছেন;

(vi) বিচার থেকে পলাতক হওয়া তো দূরের কথা, আপিলকারী ধারাবাহিকভাবে ভারতে ভ্রমণ করেছেন এবং কেবল ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের এবং এফআইআর নিবন্ধনের মাধ্যমে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা উচিত নয়, অন্যথায় তার গ্রিন কার্ড বাতিলের গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে;

(vii) ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুরকারী আদালত যদিও এমন শর্ত আরোপ করতে পারে যা অভিযুক্তের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য উপস্থিতি নিশ্চিত করে, তবে শর্তগুলি অবশ্যই অভিযুক্তের স্বাধীনতার ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার থেকে স্বেচ্ছাচারী বঞ্চিত করবে না; এবং

(viii) ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের জে এম এফ সি-এর আদেশটি বিবেকের প্রয়োগ ছাড়াই নিয়মিতভাবে জারি করা হয়েছে এবং প্রতিপক্ষের নির্দেশে আপিলকারীকে হয়রানি ও গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ ব্যবস্থার অপব্যবহার করা হয়েছে।

১২। শ্রী ঝা আরও বলেন যে আপিলকারী সংশ্লিষ্ট আদালতে ফৌজদারি মামলার প্রতিটি শুনানিতে ভারতে আসার প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং আইনের প্রক্রিয়া এড়াতে তার কোনও ইচ্ছা নেই। শ্রী ঝা বলেছেন যে এই আদালত কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অভিযোগকারীকে .

১৩। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শচীন পাতিল, যিনি ২৯শে জুলাই ২০২০ তারিখে এই আদালত কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি দাখিল করেন যে

আপিলকারীর আচরণ অনুপযুক্ত ছিল। শ্রী পাতিল বলেন যে, ২০১৮ সালে দায়রা আদালত কর্তৃক আগাম জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর, আপিলকারী অনুমতি না নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, যদিও বাস্তবে, তিনি পরবর্তীতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার ভারতে ফিরে আসেন, যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে আপিলকারী আট সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা শর্তগুলি মেনে চলেননি এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, কিন্তু তিনি তা করেননি। শ্রী পাতিল যুক্তি দেন যে যেহেতু আপিলকারী একটি ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই আদালত বিচারের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে, কিন্তু এই পর্যায়ে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে না; তার প্রত্যাবর্তনের কোনও গ্যারান্টি নেই।

১৪। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭(৩) নং ধারার ভাষা, যেখানে "ন্যায়বিচারের স্বার্থে অন্যথায় যেকোনো শর্ত" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছে, এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৭(৩)নং এবং ৪৩৯(১)(ক)নং ধারার অধীনে জামিন মঞ্জুরের জন্য "যেকোনো শর্ত" আরোপের জন্য উপযুক্ত আদালত তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে, তবুও আদালতের বিচক্ষণতা ন্যায়বিচার প্রশাসনকে সহজতর করার, অভিযুক্তের উপস্থিতি নিশ্চিত করার এবং তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার, সাক্ষীদের ভীত করার বা ন্যায়বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য অভিযুক্তের স্বাধীনতার অপব্যবহার না করার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত জামিন এবং আগাম জামিন উভয় ক্ষেত্রেই বৈধভাবে আরোপ করা যেতে পারে এমন শর্তগুলির প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেছে।

১৫। কুণাল কুমার তিওয়ারি বনাম বিহার রাজ্য[৫] মামলায়, আপিলকারীর বিরুদ্ধে ৪৯৮-এ ৩৪১, ৩২৩, ৩৭৯ এবং ৫০৬ নং ধারা, ৩৪ আইপিসি এবং ১৯৬১ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের ৩ ও ৪ নুন ধারার অধীনে অপরাধ করার অভিযোগে হাইকোর্ট আগাম জামিন নাকচ করে দেয়। তবে, হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, যদি আপিলকারী তার স্ত্রীর সাথে মর্যাদা ও যত্নের সাথে আচরণ করতে ইচ্ছুক হন কিন্তু তিনি তার সাথে থাকতে অস্বীকৃতি জানান অথবা উভয় পক্ষই পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ নিতে চান, তাহলে নিম্ন আদালত আপিলকারীকে অস্থায়ী জামিনে মুক্তি দেবেন। ট্রায়াল কোর্টকে এক বছর পর অস্থায়ী জামিন নিশ্চিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যারা প্রতি তিন মাস অন্তর আদালতে হাজির হবে। জামিন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি কঠোর এবং স্বেচ্ছাচারী বলে রায় দিয়ে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৯,... ধারা ৪৩৭ (৩)-এর উপ-প্রকরণ (গ) আদালতকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধরনের শর্ত আরোপ করার অনুমতি দেয়। আমরা জানি যে স্পষ্টতই এই ধরনের শব্দগুলি বৃহত্তর অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম।

৫। (২০১৮) ১৬ এস সি সি ৭৪

কিন্তু এই ধরনের শর্তাবলী স্বেচ্ছাচারী, কাল্পনিক বা বিধানের সীমার বাইরে প্রসারিত হতে পারে না। ৪৩৭(৩) ধারার উপ-ধারা (গ) এর অধীনে ব্যবহৃত 'ন্যায়বিচারের স্বার্থ' শব্দটির অর্থ "বিচারের সুশাসন" বা "বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া" এবং এর বৃহত্তর অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার কারণে পরিহার করা উচিত।

১০. ... আপত্তিকর আদেশ পর্যালোচনা করে এটা স্পষ্ট যে আদালত এই ধরণের স্বেচ্ছাচারী শর্ত আরোপ করে তার এখতিয়ার লঙ্ঘন করেছে। আরোপিত কিছু শর্ত অত্যন্ত কঠিন এবং অযৌক্তিক। এই ধরনের কঠিন আগাম জামিনের শর্তগুলি অপ্রাসঙ্গিক এবং আইনের দৃষ্টিতে টিকিয়ে রাখা যায় না। আরোপিত শর্তগুলির ন্যায়বিচারের সুশাসন বা বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়, বরং এটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে একটি অতি-উৎসাহী অনুশীলন। উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিকর আদেশ বাতিল করা হল এবং এই আদালত কর্তৃক আবেদনকারীকে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা... সম্পূর্ণ করা হল।"

১৬. দাতারাম সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য[৬] মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

"৭. ....জামিন মঞ্জুর করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে বিচারকের বিচারের এখতিয়ার এবং যদিও সেই বিচক্ষণতা অবাধ, তা অবশ্যই ন্যায়বিচারের সাথে, মানবিকভাবে এবং সহানুভূতির সাথে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও, জামিন মঞ্জুরের শর্তাবলী এত কঠোর হওয়া উচিত নয় যে তা মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার ফলে জামিন মঞ্জুর করাকে বিভ্রান্তিকর করে তোলে।"

১৭. সুমিত মেহতা বনাম রাজ্য (দিল্লির এন সি টি)[৭] মামলায়, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৮ (২) নং ধারার অধীনে শর্তাবলীর প্রেক্ষাপটে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করার সময় অভিযুক্তের অধিকার এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রয়োগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে:

"১১. আইনের ৪৩৮ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, আদালত ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার এবং পুলিশের তদন্তের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধ্য। একইভাবে, ধারা ৪৩৮(১) এর অধীনে ত্রাণ প্রদানের সময়, ধারা ৪৩৮(২) এর অধীনে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করা যেতে পারে যাতে একটি নিরবচ্ছিন্ন

৬। (২০১৮) ৩ এসসিসি ২২

৭। (২০১৩) ১৫ এসসিসি ৫৭০

তদন্ত নিশ্চিত করা যায়। এই ধরনের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তদন্তে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তির সম্ভাবনা এড়ানো। সুতরাং, তদন্ত বা বিচারের ন্যায্যতা বা যথাযথতার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এমন যেকোনো শর্ত আইনের অধীনে অনুমোদিত বলে গণ্য করা যাবে না। সুতরাং, শর্ত আরোপের সময় আদালতের বিচক্ষণতা সর্বোচ্চ সংযমের সাথে প্রয়োগ করতে হবে।"

এই আদালত জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে "যেকোনো শর্ত" আরোপের ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনার পরিধি নিয়েও আলোচনা করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে:

"১৫. বিধানে ব্যবহৃত "যেকোনো শর্ত" শব্দটিকে আদালতকে তার পছন্দের যেকোনো শর্ত আরোপ করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদানকারী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যেকোনো শর্তকে পরিস্থিতির অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবিক অর্থে কার্যকর যুক্তিসঙ্গত শর্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং জামিন মঞ্জুরের আদেশকে ব্যর্থ করা উচিত নয়।"

১৮. বরুণ চন্দ্র ঠাকুর বনাম রায়ান অগাস্টিন পিন্টো[৮] মামলায়, এই আদালত একটি শর্ত পুনর্বহাল করেছে যেখানে উত্তরদাতাকে বিদেশ ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত আদালতের পূর্বানুমতি নিতে হবে। আগাম জামিন মঞ্জুর করার সময় হাইকোর্ট প্রথমে যে শর্তটি আরোপ করেছিল, তা পরবর্তীতে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তের ভ্রমণের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়ে এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"৯. ....এতে কোন দ্বিমত নেই যে বিদেশ ভ্রমণের অধিকার একটি মূল্যবান অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে, একইভাবে, বিদেশ ভ্রমণের আগে পূর্বানুমতি গ্রহণের পূর্বশর্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রে আগাম জামিন মঞ্জুরের শর্ত হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল..... সর্বোপরি, বিদেশ ভ্রমণের আগে অনুমতি নেওয়ার শর্তটি নিয়ন্ত্রিত হতে পারত, সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা যেত না।"

১৯। এই আদালত এর আগে একাধিক আদেশ দিয়েছে যে একজন আসামীকে জামিনে বর্ধিত করে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গণপতি রামনাথ বনাম বিহার রাজ্য[৯] মামলায়, এই আদালত একজন অভিযুক্ত-আবেদনকারীকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছে, তার পূর্ববর্তী জামিন আদেশ সংশোধন করে, উল্লেখ করে যে আবেদনকারী আদালতের অনুমতি নিয়ে ছয়বার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কারণে বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ফিরে এসেছিলেন।

৮। ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৬১৮ (২০১৯ সালের এসএলপি (ফৌজদারি অপরাধ) নং ৯৮৭৩ থেকে উদ্ভূত), ২১ শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখের আদেশ

৯। ২০০৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১১৮৭ -এ ২০১৭ সালের সিআরএলএমপি নং ৬৩০৪ এবং ৬৩০৫, ৪ঠা মে ২০১৭ তারিখের আদেশ

কে. মোহাম্মদ বনাম কেরালা রাজ্য মামলায়[১০], এই আদালত অভিযুক্ত-আপীলকারীকে পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে দেখা করার জন্য বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছে। তরুণ ত্রিখা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায়[১১], এই আদালত অভিযুক্ত-আবেদনকারীকে তার কর্মসংস্থানের জন্য ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করতে এবং কাজ শেষ হওয়ার পরে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছে। পিতম প্রধান বনাম এ পি রাজ্য[১২] মামলায়, এই আদালত আগাম জামিন মঞ্জুর করার সময়, আবেদনকারীকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছে উল্লেখ করে যে তার চাকরির কারণে তাকে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ করতে হয় এবং যদি তাকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি না দেওয়া হয় তবে তিনি তার চাকরি হারাতে পারেন।

২০. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর, আদালতের প্রথমেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আপিলকারী এবং অভিযোগকারী, মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আপিলকারী ৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের তার হলফনামায় পক্ষগুলির মধ্যে মামলা এবং ফৌজদারি মামলার বিবরণ প্রদান করেছেন। এটি একটি সারণী বিবৃতিতে সংক্ষেপিত করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	নিষ্পত্তির তারিখ
১।	দেওয়ানী এস.ডি. আদালত, থানে আর.সি.এস./২০০৫৭৭/২০০৫	সুশ্রী লোকহান্ডওয়ালা ওজন সেতু বনাম এম/এস অসম পরিবহন	নিষ্পন্ন
২।	৪র্থ দেওয়ানী বিচারক (জে.এম.এফ.সি.), থানে আর.সিসি./৪২০৩৮০/২০১০	ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম ফরিদা ফিরোজ লোকহান্ডওয়ালা	০৮/১০/২০১০
৩।	১ম সি. জে. ম্যাজিস্ট্রেট, থানে সি.আর.এম.এ./৩০০৯৯৮/২০১৩	ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম পারভেজ নূর লোকহান্ডওয়ালা	০৩/০১/২০১৪
৪।	৪র্থ যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক সিনিয়র ডিভিশন, থানে আর.সি.এস./২০১৫৪১/২০০১	ফিরোজ পীরভাই লোকহান্ডওয়ালা বনাম নূরুদ্দিন পীরভাই লোকহান্ডওয়ালা	১৬/০৯/২০১৬

১০। ফৌজদারি আপিল নং ৫৪৭/২০১২, ২রা মার্চ ২০২০ তারিখের আদেশ।

১১। বিশেষ আপিলের অনুমতি ফৌজদারি নং ৪৬৪৩/২০১৫, ২৯ মে ২০১৫ তারিখের আদেশ

১২। বিশেষ আপিলের অনুমতি (ফৌজদারি অপরাধ) নং (গুলি).৯৬৬৪/২০১৩, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখের আদেশ।

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	নিষ্পত্তির তারিখ
৫।	অতিরিক্ত জেলা বিচারক, থানে দেওয়ানী এম.এ./২৮৬/২০১৯	মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম – ১. পারভেজ নূর লোকহান্ডওয়ালা ২. ফরিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা ৩. ফাইজমিন আমিন হোসেন ৪. দিনাজ আকবর ৫. শালিন নূর লোকহান্ডওয়ালা ৬. অরুণ ফতেপুরিয়া ৭. ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট ৮. থানে পৌর কমিশনার	২৫/০১/২০২০

II. লোকহান্ডওয়ালা পরিবারের দায়েরকৃত মামলাসমূহ (নিষ্পন্ন)

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	নিষ্পত্তির তারিখ
১।	৪র্থ দেওয়ানী বিচারক এস.ডি, থানে আর.সি.এস./২০০১৪৩/২০১১	পারভেজ নূর লোকহান্ডওয়ালা বনাম ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট	০৭/০১/২০১৩
২।	জেলা ও দায়রা আদালত, থানে	শালিন নূর লোকহান্ডওয়ালা বনাম	১১/০৮/২০১৫
	দেওয়ানী এম.এ./১০০০১২/২০০৮	হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম	
৩।	২য় যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক এস.ডি, থানে আর.সি.এস./২০১৯০১/২০১২	ফরিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা বনাম ফরিদা ফিরোজ লোকহান্ডওয়ালা	২২/০১/২০১৯
৪।	৪র্থ যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক এস.ডি থানেবিশেষ মামলা/২০০৯০৫/২০১২	ফরিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা বনাম ফরিদা ফিরোজ লোকহান্ডওয়ালা	১৩/০৯/২০১৯

III. ব্যবসায়ীদের দ্বারা শুরু করা মামলা (সক্রিয়)

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	পর্যায়	পরবর্তী তারিখ
১।	২য় যুগ্ম বিচারক, প্রবীণ বিভাগ, থানেবিশেষ মামলা/২০০৩৯৩/২০১০	ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম ফরিদা ফিরোজ লোকহান্ডওয়ালা	তর্কবিতর্ক	০৩.০৮.২০২০

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	পর্যায়	পরবর্তী তারিখ
২।	২য় দেওয়ানী বিচারক, জে.ডি., জে.এম.এফ.সি., থানে –বিবিধ ফৌজদারি আবেদন ৭৯৯/২০১৭	ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম১. পারভেজ এন. লোকহান্ডওয়ালা২. ফারিদা এন. লোকহান্ডওয়ালা	আদেশ	১০.৮.২০২০
৩।	৮ম জেলা বিচারকএম.সি.এ./১০/২০২০	মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম ১. পারভেজ নুর লোকহান্ডওয়ালা ২. ফারিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা ৩. ফাইজমিন আমিন হুসেইন ৪. দিনাজ আখবর ৫. শালিন নূর লোকহান্ডওয়ালা ৬. অরুণ ফতেপুরিয়া ৭. ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট ৮. থানে পৌর নিগম কমিশনার	বিজ্ঞপ্তি অপ্রস্তুত	১৯.০৮.২০২০
৪।	৫ম আদালত, যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক (প্রবীণ)	মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম	স্থগিতাদেশের নথি	১৯.০৮.২০২০
	বিভাগ, থানে দেওয়ানী এম.এ/২০০৬৮৭/২০১৫	১. পারভেজ নূর লোকহান্ডওয়ালা ২. ফারিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা ৩. ফাইজমিন আমিন হুসেইন ৪. দিনাজ আখবর ৫. শালিন নূর লোকহান্ডওয়ালা ৬. অরুণ ফতেপুরিয়া ৭. ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্টস ৮. থানে পৌর কর্পোরেশন কমিশনার ৯. গণেশ হনুমান অটী ১০. সঞ্জয় সালভি ১১. অমরজিত সিং ধরি		
৫।	দেওয়ানী বিচারক, প্রবীণ বিভাগ,থানে দেওয়ানী এম.এ/২০০৪০৪/২০১৫	ফারিদা ফিরোজ লোকহান্ডওয়ালা বনাম ফারিদা নূর লোকহান্ডওয়ালা	বিজ্ঞপ্তি	১৯.৮.২০২০
৬।	৫ম আদালত, যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক,প্রবীণ বিভাগ, থানেআর.সি.এস./২০০৫৬৬/২০১৩	মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম পারভেজ নুরুদ্দিন লোকহান্ডওয়ালা	সাক্ষ্য	৩.৯.২০২০
৭।	৩য় যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক,প্রবীণ বিভাগ, থানেবিশেষ মামলা/৪২৪/২০১৭	মেহরাজ রাজাবালি মার্চেন্ট বনাম পারভেজ নূর লোকহান্ডওয়ালা	সমন	১৭.০৯.২০২০

IV. লোখণ্ডওয়ালা কর্তৃক শুরু করা মামলাগুলি (সক্রিয়)

ক্রমিক নং	আদালত এবং মামলা	পক্ষসমূহ	পর্যায়	পরবর্তী তারিখ
১।	৪র্থ যুগ্ম দেওয়ানী বিচারক (প্রবীণ বিভাগ), থানে	ফারিদা নূর. লোখান্ডওয়ালা বনাম ফারিদা	তর্কবিতর্ক	১৯/০৮/২০২০

	দেওয়ানী এমএ/২০০৩১৫/২০১৫	ফিরোজ লোখান্ডওয়ালা		
২।	১ম সি জে এম, থানে ফৌজদারি এম. এ. /৯১/২০১৪	ফারিদা এন. লোখান্ডওয়ালা বনাম ফিরদৌস রাজাবালি মার্চেন্ট এবং অন্যান্য	প্রদর্শনীর উপর এখনও অপ্রস্তুত যুক্তি	২৪/০৯/২০২০

v. বিবিধ মামলা

ক্রমিক নং	আদালত ও মামলা	পক্ষসমূহ	পর্যায়	পরবর্তী তারিখ
১।	সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) নং ৩৪২০/২০২০ বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) নং ৩০৩৪/২০২০	পারভেজ এন. লোখান্ডওয়ালা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য	তর্কবিতর্ক	১২/০৮/২০২০ (সম্ভাব্য)
২।	হাইকোর্ট এলডি/ ভিসি/ বিএ/ ২৪/ ২০২০	পারভেজ এন. লোখান্ডওয়ালা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য	তর্কবিতর্ক	প্রচারিত আইনি নির্দেশ ০৬/০৮/২০২০ (৩।সম্ভাব্য)
.৩।	হাইকোর্ট এ এস ডি বি- এলডি-ভিসি নং ২০২০ সালের ১০২ সাথে ডব্লিউ পি/ ৮৯১/২০১৮	পারভেজ এন. লোখান্ডওয়ালা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যএবং অন্যান্য	সংশোধনী সম্পাদিত	প্রচলন খুঁজছেন

২১। বর্তমান মামলার সূত্রপাতকারী ব্যক্তিগত অভিযোগটি ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে করা হয়েছিল। অভিযোগের মূল কথা হল, আপিলকারী তার ভাই শালিনের ১৯শে ডিসেম্বর ২০১১ সালের মোক্তারনামা জাল এবং জালিয়াতি করেছেন। শ্রী ঝা বলেন, বাস্তবে, মোক্তারনামা কোনও সময়েই ব্যবহার করা হয়নি; যখন পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন তার ভাই ভারতে উপস্থিত ছিলেন; এবং তার ভাই কখনও কোনও আপত্তি উত্থাপন করেননি। তবে, বর্তমান পর্যায়ে আমরা এই বাস্তব দিকগুলিতে যেতে আগ্রহী নই। এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট যে সহ-অভিযুক্তকে ১৬ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে থানের দায়রা বিচারক জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। আমাদের কেবল আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। এই বিষয়টি মূল্যায়ন করার সময়, আমাদের অবশ্যই অভিযোগের প্রকৃতি, আপিলকারীর আচরণ এবং সর্বোপরি, নিশ্চিত করতে হবে যে তিনি যেন মামলা এড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি না করেন।

আপিলকারী আদালতে যে তথ্য পেশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তিনি নিয়মিতভাবে ষোলবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। হাইকোর্টের এই মতামত যে ভারতের সাথে তার কোনও যোগাযোগ নেই, তা নথিতে থাকা তথ্যের বিপরীত। বর্তমান মামলার তথ্য অনুসারে, এফআইআর দায়ের করা আপিলকারীর গ্রিন কার্ড পুনঃপ্রমাণ করার জন্য আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের উপর বাধা হওয়া উচিত নয়। জামিন মঞ্জুরের জন্য আদালত যে শর্ত আরোপ করে - এই ক্ষেত্রে অস্থায়ী জামিন - তা অভিযুক্তের অধিকারের সাথে ফৌজদারি বিচার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অভিযুক্তের উপস্থিতি, তদন্তের সঠিক প্রক্রিয়া এবং অবশেষে একটি সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন শর্ত আরোপের মাধ্যমে মানবাধিকার এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়টি বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠা উচিত নয়। আদালত কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলির সাথে শর্ত আরোপের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক থাকা উচিত। এই ক্ষেত্রে চাওয়া অনুমতি প্রদানের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকির প্রকৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে।

২২। শ্রী শচীন পাতিল দাখিল করেছেন যে আপিলকারীকে হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯শে মে ২০২০ তারিখের আদেশ অনুসারে আট সপ্তাহের জন্য অস্থায়ী জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আপিলকারী আট সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও জামিন জমা দেননি এবং আত্মসমর্পণ করেননি।

২৩। জামিন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, শ্রী ঝা নির্দেশ অনুসারে বলেছেন যে হাইকোর্টের নির্দেশাবলী মেনে চলা হয়েছে। আপিলকারীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে, আদালতকে অবহিত করা হয়েছে যে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে লকডাউনের ফলে, বিচারিক দিক থেকে হাইকোর্ট ২৬শে মার্চ ২০২০, ১৫ই এপ্রিল ২০২০ এবং ১৫ই জুন ২০২০ তারিখে ধারাবাহিক ১৩ নম্বর আদেশ জারি করেছে। ইতিমধ্যে, তার সত্যতা প্রমাণের জন্য, আপিলকারী বলেছেন যে তিনি ১৯শে মে ২০২০ তারিখে আরোপিত শর্তাবলী সংশোধনের জন্য একটি আইএ গঠন করার সময়, দ্রুত শুনানির জন্য পরপর হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন এবং অবশেষে, এই আদালতের নির্দেশে হাইকোর্ট আপত্তিকর আদেশটি পাস করেছিলেন।

২৪। বিরোধের উৎপত্তি এবং আপিলকারীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি বিচার থেকে পালিয়ে যেতে পারেন কিনা এই বিষয়টি বিবেচনা করে, আমরা আপিলকারীর পূর্ববর্তী নথিতের ভিত্তিতে দেখতে পাই যে, আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য তাকে যে অনুমতি চাওয়া হয়েছে তা অস্বীকার করার কোনও কারণ বা যুক্তি নেই।

১৩। ২০২০ সালের জরুরি রিট পিটিশন ২

আপিলকারী একজন ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে। যদিও এটা সত্য যে আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, আমাদের মতে, এটি তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে বাধা দেয় না, যেখানে তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে বসবাস করছেন, বিশেষ করে যখন হাইকোর্ট এবং এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে আপিলকারীকে ভ্রমণের অনুমতি না দেওয়া হলে গ্রিন কার্ড বাতিল হওয়ার মত গুরুতর পরিণতি ঘটবে। নথিটি ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীর পরিবার এবং অভিযোগকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বা সম্ভবত এই কারণে, অভিযোগ দায়ের এবং এফআইআর দায়েরের পরেও আপিলকারী প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে ভ্রমণ করেছেন। অতএব, আমাদের মতামত হল যে সংশোধনের আবেদনটি হাইকোর্ট ভুলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপিলকারীকে আট সপ্তাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। আমরা সেই অনুযায়ী আপিলকারীকে তা করার অনুমতি দিচ্ছি, যদি তিনি ভ্রমণের তারিখের আগে এই আদালতে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দেন যে তিনি আট সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ভারতে ফিরে আসবেন এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতি থেকে বিশেষভাবে অব্যাহতি না দেওয়া হলে ফৌজদারি বিচার বিভাগের আদালতে শুনানির সমস্ত তারিখে তিনি উপস্থিত থাকবেন। আপিলকারী ভ্রমণের আগে এই অঙ্গীকারপত্রটি এই আদালতে দাখিল করতে হবে। আট সপ্তাহ পরে আপিলকারীর ফিরে আসার পর এবং যদি তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করা প্রয়োজন হয়, তাহলে আপিলকারী ভ্রমণের অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করবেন এবং এই ধরনের যেকোনো আবেদন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তার নিজস্ব যোগ্যতা অনুসারে বিবেচনা করা হবে। আপিলকারী কেবল অনুমতি মঞ্জুর করার পরে এবং আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ভ্রমণ করবেন। আপিলকারীর পাসপোর্ট তার ভ্রমণের সুবিধার্থে আপিলকারীর কাছে হস্তান্তর করা হবে, এই শর্ত সাপেক্ষে যে তিনি তার ফিরে আসার সাথে সাথে তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জমা দেবেন।

২৫. তদনুসারে, ২৩শে জুলাই ২০২০ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হবে এবং উপরের নির্দেশাবলী অনুসারে আপিলটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যা পান্ডে **আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal